



13934 - রোজাদারগণকে 'রাইয়্যান' নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে

প্রশ্ন

আমার স্বামী আমাকে 'রদেওয়ান' নামক দরজার সংবাদ দিয়েছেন; যে দরজাটি শুধু রমজান মাসে খোলা হয়। আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, যখন এ দরজাটি খোলা হয় তখন আল্লাহ এ দরজা দিয়ে সম্পদ ঢলে দেন। আপনি যদি এ উক্তিটি নশিচতি করতেন/স্পষ্ট করতেন এবং আমাদেরকে সঠিকি জ্ঞান দিতেন; যাত করে আমরা এ মাসালাটি আরও ভালভাবে জানতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করে দিয়েছেন এবং রোজাদারদের জন্য বপুল সওয়াবের ওয়াদা করছেন। রোজার প্রতদিন যহেতে সুমহান তাই আল্লাহ তাআলা এর প্রতদিনকে সুনির্দিষ্ট করেননি। হাদিসে কুদসতিএ এসছে- "রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতদিন দবি।"

রমজান মাসেরে অসংখ্য ফজলিত রয়েছে। এ ফজলিতেরে মধ্যরে রয়েছে-

আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের জন্য 'রাইয়্যান' নামক জান্নাতেরে দরজা প্রস্তুত রেখেছেন। বুখারি ও মুসলমিএ সাহল (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে নামটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জান্নাতেরে একটি দরজা আছে; যার নাম হচ্ছে- 'রাইয়্যান'কয়ামতেরে দনি এ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবশে করবে; অন্য কটে নয়। এই বলে ডাকা হবে- রোজাদারগণ কোথায়? তখন রোজাদারগণ উঠে প্রবশে করবে; অন্য কটে প্রবশে করতে পারবে না। তারা প্রবশে করার পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কটে প্রবশে করতে পারবে না।" [সহি বুখারি (১৭৬৩) ও সহি মুসলমি (১৯৪৭)]

যে হাদিসগুলো রোজার ফজলিত বর্ণনা করে এর মধ্যরে রয়েছে-

আবু সালামা (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি আদমেরে প্রত্যেকেটি আমল তারই; শুধু রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমিই এর প্রতদিন দবি। রোজা হচ্ছে- ঢালস্বরূপ।



যদেনি তওমাদরে কটে রওজা রাখে সে যনে অশ্লীল কথা না বললে, চট্টোমচে না করে। যদ কটে তাকে গালদিয়ে সে যনে বলে, আম রওজাদার। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদরে প্ৰাণ, রওজাদাররে মুখরে গন্ধ আল্লাহর নকিট মসিকরে সুবাসরে চয়ে উত্তম। রওজাদাররে জন্ম রয়েছে দুইটি খুশী। যখন রওজা ইফতার করে তথা রওজা ভাঙলে তখন একবার খুশী হয়। আবার যখন তার রবরে সাক্ষাত পাবে তখন একবার খুশী হবে।”[সহহি বুখারী (১৭৭১)]

দুই:

একথা সুবদিতি য়ে, জান্নাতরে অনকে দরজা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “বসবাসরে বহু জান্নাত (বাগান)। তাতে তারা প্ৰবশে করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরো। ফরেশে তারা তাদের কাছে আসবে প্ৰত্যকে দরজা দিয়ে।”[সূরা আল-রাদ, আয়াত: ২৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতরে দকিে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পট্টে হবে এবং জান্নাতরে রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তওমাদরে প্ৰতি সালাম, তওমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসরে জন্মে তওমরা জান্নাতে প্ৰবশে কর।”[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৭৩]

সহহি হাদসিে জান্নাতরে আটটি দরজার কথা এসছে। সাহল বনি সাদ (রাঃ) বর্ণতি আছে য়ে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি বলনে: “জান্নাতরে আটটি দরজা রয়েছে। একটি দরজার নাম হচ্ছে- রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে রওজাদারগণ ছাড়া আর কটে প্ৰবশে করবে না।”[সহহি বুখারী (৩০১৭)]

উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলনে: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দবি য়ে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই; তাঁর কোন অংশীদার নই। আরও সাক্ষ্য দবি য়ে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী যা মরয়িমরে প্ৰতি দলে দিয়েছেন এবং তাঁর প্ৰেরতি রূহ। আরও সাক্ষ্য দবি য়ে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- আল্লাহ তাকে তার আমলরে ভিত্তিতে জান্নাতরে আটটি দরজার য়ে কোন একটি দরজা দিয়ে প্ৰবশে করাবনে। [সহহি বুখারী (৩১৮০) ও সহহি মুসলমি (৪১)]

এ উম্মতরে উপর আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ য়ে, তিনি রমজান মাসে একটি নয়; জান্নাতরে সবগুলো দরজা খুলে দনে। য়ে ব্যক্তি বলনে য়ে, জান্নাতরে একটি দরজার নাম হচ্ছে- ‘রদেওয়ান’ তাকে এই মরমে দললি পশে করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন য়ে, “যখন রমজান মাস প্ৰবশে করে তখন জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়; জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শকিলাবদ্ধ করা হয়।”[সহহি বুখারী (৩০৩৫) ও সহহি মুসলমি (১৭৯৩)]



আল্লাহ তাআলা আমাদেৰেকে জান্নাতে প্ৰবশে কৰান। আমাদেৰে নবী মুহাম্মদেৰে উপৰ আল্লাহৰ রহমত ও শান্তি বৰ্ষতি হকে।